কালের কণ্ঠ

তারিখ 28 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ঢাবিতে শ্রমজীবী শিশুদের আঁকা ছবি প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

শ্রমজীবী শিশুদের আঁকা ছবি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলার আর্ট গ্যালারিতে চার দিনব্যাপী 'রঙে রঙে রংধনু' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ও ঢাবি চারুকলা অনুষদ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রদর্শনীতে শ্রমজীবী শিশুদের আঁকা ৬০টি ছবি থাকছে। আয়োজকরা জানান, ছবি বিক্রি করে ওই সব শিশুর পড়ালেখার ব্যবস্থা করা হবে। জানা যায়, শ্রমজীবী শিশুদের উন্নয়নে টি ড্রপইন সেন্টারের মাধ্যমে শিশুদের কাজের ফাঁকে শিক্ষা দিচ্ছে আসকের শিশু অধিকার ইউনিট। সংস্থাটির আয়োজিত কর্মশালায় শিশুদের আঁকা ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

গতকাল বিকেলে চারুকলার বকুলতলায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো ছিলেন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাবি চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক রোকেয়া সুলতানা, ফ্রিল্যান্স চিত্রশিল্পী সাঈদা কামাল ও আসকের শিশু অধিকার ইউনিটের সিনিয়র উপপরিচালক গীতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

মুস্তাফা মনোয়ার বলেন, 'শ্রমজীবী শিশুরা মেধাবী ও সৃজনশীল হয়, নতুন করে চিন্তা করতে পারে, যা অন্য শিশুরা পারে না। শ্রমজীবী শিশুরা মাটিতে বসে শুয়েই বড় হয়। কাজেই খুব দরদ দিয়ে ছবি আঁকে। রং তুলি না পেয়েও ভালো ছবি আঁকতে পারে। সৃজনশীল এই কাজকে এগিয়ে নিতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি শিশুদের কল্পনাশক্তি বাঁচিয়ে রাখার ওপর জোর দেন।

মুক্তিযুদ্ধে এক শিশুর সহযোগিতার গল্প শুনিয়ে মুস্তাফা মনোয়ার আরো বলেন, 'শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শিক্ষা দিতে হবে। ভাষা পেয়েও পাইনি আমরা। নতুন করে আবারও ভাষা অর্জন করতে হবে। আজকের এই শিশুরাই ভাষা অর্জন ও নতুন বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে।'

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, 'জাতির দুর্ভাগ্য, অর্থনৈতিক বৈষম্যে শিশুদের শ্রমজীবী হিসেবে পরিচিত করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক অবহেলা করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সঠিকভাবে কাজ না করায় এই বৈষম্য। বৈষম্যের কারণে ৭৪ লাখ শিশু পড়ালেখা ও নিজস্ব অধিকার পাচ্ছে না। আমরা এই শিশুদের সহযোগিতায় আছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাব।' তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে বৈষম্যহীন দেশ। জন্ম, জাতি কিংবা ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বৈষম্য চলবে না। কাউকেই সুযোগ-সুবিধার বাইরে ঠেলে দিতে পারি না। হিন্দু-মুসলিম ও ছোট-বড় সবাই এই দেশের মানুষ। একই বটগাছের ছায়ায় বসি। একই মাটিতে বড় হয়েছি। কারো সঙ্গেই কোনো বৈষম্য থাকবে না। শিশুদের সঙ্গে তো নয়।'